জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা - নভেম্বর ২০০৬/০২

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* মধ্যপ্রাচ্য বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমস্যা- জাতিসংঘ উপমহাসচিব
* নতুন ফিলিস্তিনি সরকার আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়েরনতুন সম্পৃক্ততার পথ উন্মুক্ত করবে: কূটনৈতিক পক্ষচতুষ্টয়
* গাজার উত্তরাংশে সাম্প্রতিক ইসরাইলি সামরিক হামলার প্রতি জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদের নিন্দা জ্ঞাপন
* জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনে বেশ কিছু ইস্যুতে অগ্রগতি
* ধর্ম বা সভ্যতাসমুহের মধ্যে সংঘাতের ধারণাকে প্রত্যাখান করে আনান বললেন তরুণ প্রজন্ম পারে অবিশ্বাসের অবসান ঘটাতে

মধ্যপ্রাচ্য বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমস্যা- জাতিসংঘ উপমহাসচিব

১৭ নভেম্বর- মধ্যপ্রাচ্য সংঘাত বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমস্যা। ইরাক যুদ্ধ, লেবাননের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ইসরাইলি-ফিলিস্তিনি সংকটসহ মধ্যপ্রাচ্য সংঘাতের সকল দিকের সমাধানে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে একে মীমাংসা করতে হবে। জাতিসংঘ উপমহাসচিব মার্ক ম্যালোচ-ব্রাউন আজ একথা বলেন।

জাতিসংঘ সদর দপ্তর নিউ ইয়র্কে ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির দক্ষিণ সেন্টার অব গে-বোল সাউথ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কূটনীতিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়ের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রদানকালে জনাব ম্যালোচ ব্রাউন বলেন, আসুন আমরা আশা করি আগামী বছর আমরা দেখতে পাব আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এ সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা করতে পেরেছে এবং মধ্যপ্রাচ্য সমস্যাকে আরো আন্তরিকভাবে সমাধানের চেষ্টা করছে এবং এ সংঘাতকে আরো বেশি তিক্ত ও সহিংসতার চক্র থেকে রক্ষা করছে। এ উন্নয়নে তার অবদানের জন্য এ অনুষ্ঠানে তাকে পুরস্কৃত করা হয়।

জনাব ম্যালোচ ব্রাউন বলেন, মধ্যপ্রাচ্য সংকট জাতিসংঘের দু'টি আপাত পরস্পর বিরোধী স্তম্ভের প্রতীক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ীরা একটি যৌথ আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে যাতে আর কোন যুদ্ধ সংগঠিত না হয়। দ্বিতীয় 'মুল নীতিটি আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষাকে আরো বেশি ধারণ করে', এটি বিশ্বের সব মানুষের জন্য গণতন্ত্র, আত্ম-নিয়ন্ত্রাণাধিকার এবং উন্নয়নের কথা বলে।

তিনি আরো বলেন জাতিসংঘের এ দু'টি মহান আদর্শের সমন্বয়ে একটি সমাধান খুঁজে বের করার এটাই সময়। একটি সমষ্টিগত নিরাপত্তা ব্যবস্থা জাতিসংঘের প্রধান শক্তিগুলোকে একত্রিত করেছে কিন্তু এর সাথে আদর্শবাদ মাঝেমধ্যেই সামনে চলে আসে যখন মানুষ উপলব্দি করতে পারে বিশ্বের জন্য সবচেয়ে ভাল নিরাপত্তা ব্যবস্থা হল আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ও গণতন্ত্রের অধিকার প্রতিষ্ঠা।

তিনি বলেন, এ অঞ্চলের সংঘাতগুলো একটি অপরটির সাথে সম্পর্কিত। যেখানে ইরান ও সিরিয়ার ইস্যুগুলোর সমাধান না করে আপনি ইরাক সমস্যার সমাধান বের করতে পারবেন না, আবার একইভাবে লেবানন সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য এর প্রতিবেশীদের সমস্যার সমাধান করতে হবে, আবার ইসরাইলের নিরাপত্তার বিষয় একদিকে লেবাননের রাজনৈতিক সংকট এবং অন্যদিকে ফিলিস্তিনি ভূ-খন্ডের সংকটের সাথে জড়িত।

এবং এর কোনটিই দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব নয়। এগুলোর প্রত্যেকটিই একটি অপরটির সাথে জড়িত এবং মধ্যপ্রাচ্যের এ সংঘাতের চক্রই আজকের বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমস্যা।

নতুন ফিলিস্তিনি সরকার আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নতুন সম্পৃক্ততার পথ উন্মুক্ত করবে: কূটনৈতিক পক্ষচতুষ্টয়

১৫ নভেম্বর- জাতিসংঘ ও মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ায় এর প্রধান সহযোগীরা আজ আশা প্রকাশ করে জাতীয় ঐক্যের নতুন ফিলিস্তিনি সরকার আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নতুন করে সম্পৃক্ত হওয়ার পথ উন্মুক্ত করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, (ইইউ) রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠিত তথাকথিত কূটনৈতিক পক্ষচতুষ্টয় কায়রোর বৈঠক করে। মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়া বিষয়ক জাতিসংঘ বিশেষ সমন্বয়ক অ্যালভেরা ডি সটো একে 'ভাল' কর্ম-পর্যায়ের বৈঠক হিসেবে আখ্যায়িত করেন।

পক্ষচতুষ্টয় সহিংসতা পরিহার, ইসরাইলকে স্বীকৃতি ও ইসরাইল ও ফিলিস্তিনিদের মধ্যে ইতিপূর্বে স্বাক্ষরিত চুক্তিসমূহের প্রতি হামাস সরকারের অঙ্গীকার আদায়ের জন্য হামাস সরকারের সাথে সব ধরনের যোগাযোগ স্থগিত রাখে এবং দাতারা সাহায্যদান বন্ধ করে দেয়। পক্ষচতুষ্টয় দুই-রাষ্ট্র সমাধানের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে।

জনাব ডি সটো বলেন, পক্ষচতুষ্টয় সেপ্টেম্বরের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের পর যে বিবৃতি প্রদান করেছিল আজ তারই পুনরাবৃত্তি করে। বিবৃতিতে তারা ফিলিস্তিনিদের জাতীয় ঐক্যের সরকার গঠনের প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। তারা প্রত্যাশা করেছিল এ জাতীয় সরকারের মধ্যে এসকল নীতিমালার প্রতিফলন ঘটবে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দ্রুত সম্পৃক্ততা ত্বরান্বিত করবে এসব নীতিমালার মধ্যে রয়েছে অহিংসা ও ইসরাইলের অস্তিত্বের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রতি অঙ্গীকার।

তিনি আশা করেন, এ ধরনের সরকার ইসরাইলি যে ধরনের ফিলিস্তিনি রকেট হামলা হচ্ছে তা কমাতে সাহায্য করতে পারবে। সদেরত শহরে আজ এরূপ এক হামলায় একজন ইসরাইলির করুন মৃত্যু ঘটে। পক্ষ চতুষ্টয় সেই এলাকার নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা করে যেখানে অধিকৃত গাজা উপত্যকায় ইসরাইলি বিমান হামলায় ১৯জন ফিলিস্তিনি প্রাণ হারায়, যাদের মধ্যে আটজন শিশু ও সাতজন নারী রয়েছে।

কায়রোতে অবস্থানকালে জনাব ডি সটো মিশরীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী আহমেদ আবুল ঘাইত ও আরব লীগের মহাসচিব আমর মুসার সাথে সাক্ষাৎ করনে।

গাজার উত্তরাংশে সাম্প্রতিক ইসরাইলি সামরিক হামলার প্রতি জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদের নিন্দা জ্ঞাপন

১৫ নভেম্বর- বাইত হানাউনসহ গাজা উপত্যকার উত্তরাংশে ইসরাইলের সাম্প্রতিক সামরিক হামলার নিন্দা জানিয়ে জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদ এসব অভিযান বন্ধের পক্ষে অনতিবিলম্বে আন্তর্জাতিক পদক্ষেপের আহ্বান জানান এবং উক্ত অঞ্চলে একটি সত্য-অনুসন্ধান দল প্রেরণের পক্ষে ভোট প্রদান করেন। উলে-খ্য ইসরাইলি সামরিক অভিযানে ১৯ জনের মৃত্যু ঘটে।

জেনেভায় পরিষদের সভার এক বিশেষ অধিবেশনে সদস্যবৃন্দ দখলদার শক্তি ইসরাইল কর্তৃক অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূ-খন্ডের ফিলিস্তিনি জনগণের মানবাধিকার অব্যাহতভাবে লঙ্ঘিত হওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। প্রস্তাবের পক্ষে ৩২টি ও বিপক্ষে আটটি ভোট পড়ে। ছয়জন ভোটদানে বিরত ছিল এবং একজন অনুপস্থিত ছিল।

প্রস্তাবে ইসরাইলের সাম্প্রতিক সামরিক অভিযানকে অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূ-খন্ডের ভেতর বসবাসরত "বেসামরিক লোকজনের সমষ্টিগত শাস্তি" হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় এবং এ অভিযান সেখানকার কঠিন মানবিক সংকটকে আরো বৃদ্ধি করবে। বিশেষত পরিষদ গত সপ্তাহে গাজা উপত্যকার উত্তরাংশে বাইত হানাউন আবাসিক এলাকায় বোমা হামলার ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করে। এ হামলায় ১৮ জন মারা যায় ও ৬০ জন আহত হয়।

আরব লীগের পক্ষে বাহরাইনের রাষ্ট্রদুত ও ইসলামি সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) পক্ষে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদুতের অনুরোধে এ বিশেষ অভিবেশন ডাকা হয়।

এ বছরের গোড়ার দিকে মানবাধিকার কমিশনের স্থলে এ পরিষদ গঠিত হওয়ার পর এটি এ পরিষদের তৃতীয় বিশেষ বৈঠক। বিশেষ অধিবেশনের সবগুলোই ইসরাইলি পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনার জন্য অনুষ্ঠিত হয়। ইসরাইল এ পরিষদের বিরুদ্ধে দ্বৈত নীতি ও রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট সিদ্ধান্ত প্রণয়নের অভিযোগ আনে এবং বলে ৪৭ সদস্যবিশিষ্ট এ পরিষদ অত্যন্ত অস্বাভাবিকভাবে অপর পক্ষের প্রাণহানিকে অবহেলা করছে।

ইসরাইলি প্রতিনিধি ইটজহ্যাক লেভানন পরিষদের বৈঠকে বলেন, পরিষদের বিশ্বজনিনতা, নিরপেক্ষতা, বস্তুনিষ্ঠতা ও অনৈর্বাচনিকতার অভাবে তার দেশ হতাশ।

তিনি বলেন, ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ ও সরকার এর জন্য দায়ী। কেননা তারা বাইত হানাউন থেকে ইসরাইলিদের প্রতি রকেট হামলা বন্ধে কোন কিছুই করেনি এবং তারাই অনিবার্য ইসরাইলি জবাবের ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছে।

জনাব লেভানন বলেন, যারা ইসরাইলি বেসামরিক জনগণের ওপর রকেট হামলা চালায় এবং কয়েক টন অস্ত্র মজুত করে তাদেরকে অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে তারা নারী ও শিশুদের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে বাঁচতে পারবে না এবং তাদের আচরণের জন্য তাদেরকে চড়া মুল্য দিতে হবে।

ফিলিস্তিনি প্রতিনিধি মোহাম্মদ আবু-কস ইসরাইলকে প্রকৃত ঘটনা বিপরীতভাবে চিত্রিত করার জন্য দায়ী করেন। তিনি বলেন, ইসরাইল ফিলিস্তিনি ভু-খন্ড দখল করে শত শত ফিলিস্তিনিকে উদ্বাস্তু হতে বাধ্য করেছে। তিনি বলেন, ইসরাইল যে দাবি করছে সে পরিমাণ অস্ত্র ফিলিস্তিনিদের কাছে নেই।

আজকের বৈঠকে মানবাধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ হাই কমিশনার লুইস আরবার বলেন, তিনি শীঘ্রই ইসরাইল ও অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভু-খ সফর করবেন এবং সেখানে তিনি উভয়পক্ষের কর্মকর্তা, বেসামরিক সংস্থা (এনজিও) ও জাতিসংঘ সংস্থাসমুহের সাথে কথা বলে প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে শুনবেন।

মিজ আরবার এক বিবৃতিতে বলেন, তার মুল আলোচ্য বিষয় হবে সব ধরনের সহিংসতা থেকে বেসামরিক লোকজনকে রক্ষা করা এবং ভয়, ক্ষতি ও অভাব মুক্তভাবে ফিলিস্তিনি ও ইসলাইলিদের বাঁচার অধিকার নিশ্চিত করা।

জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনে বেশ কিছু ইস্যুতে অগ্রগতি

১৪ নভেম্বর- বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্দেশ্যে নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনে বেশ কিছু ইস্যুতে অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে উন্নয়নশীল দেশগুলোয় এমন প্রকল্প উন্নয়নের চেষ্টা করা যা জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকির সাথে খাপ খাওয়াতে জনগণকে সাহায্য করবে। জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন চুক্তি কাঠামোর (ইউএনএফসিসিসি) প্রধান আজ এ কথা জানান।

ইউএনএফসিসিসি-এর নির্বাহী সচিব ইয়োভ ডি বয়ের জানান, এসব প্রকল্পের জন্য একটি অভিযোজন তহবিলের ব্যাপারে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অভিযোজনের ওপর পাঁচ-বছর মেয়াদি একটি কর্মপরিকল্পনার ব্যাপারে চুক্তি হওয়ার কথা রয়েছে। সদস্য রাষ্ট্ররা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রযুক্তি হস্তান্তরের ব্যাপারেও ঐক্যমতে পৌঁছেছে।

জনাব ডি বয়েরা বলেন, উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য অভিযোজন তহবিল খুবই গুরুত্বপুর্ণ। কেননা জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ-খাওয়ানোর জন্য কার্যক্রম শুরু করতে এ তহবিল তাদেরকে সাহায্য করবে। বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলোর সামনে এগোনোর ক্ষেত্রে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ উৎসাহদানকারী পদক্ষেপ।

জনাব ডি বয়েরা বলেন, সুষম উন্নয়ন কার্যকর করার ব্যবস্থা (ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম) থেকে অর্জিত অর্থের একটি অংশ ও স্বেচ্ছা দানের মাধ্যমে এ অভিযোজন তহবিল গঠন করা হবে। সুষম উন্নয়ন কার্যকর করার ব্যবস্থার অধীনে যে কয়টি প্রকল্প চালু করা হবে তা ওপর নির্ভর করছে কি পরিমাণ অর্থ তহবিলে যাবে।

সুষম উন্নয়ন ব্যবস্থার অধীনে কিয়োটো চুক্তির সদস্য শিল্পোন্নত দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে টেকসই উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ করবে।

জনাব ডি বয়েরা বলেন, এ সম্মেলনে বেশ কিছু সংখ্যক অমীমাংসিত বিষয় মন্ত্রীদের জন্য রেখে দেওয়া হবে। মন্ত্রীরা আগামীকাল শুরু হওয়া এ সম্মেলনের উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠকে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছেন।

কেনিয়ার প্রেসিডেন্ট মওই কিবাকি, সুইজারল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট মরিট্জ লয়েন বারগার এবং জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান মন্ত্রীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রদান করবেন। ১০০-এর বেশি মন্ত্রী এ বৈঠকে অংশগ্রহণ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

অমীমাংসিত বিষয়গুলোর একটি হল ২০১২ সালে কিয়োটো প্রটোকলের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর শিল্পেন্নত দেশগুলোর অঙ্গীকারের বিষয়টি। কিয়োটো প্রটোকলে কার্বন নির্গমনের ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। নাইরোবি সম্মেলনে এ ব্যাপারে কোন চুক্তি হওয়ার কথা না থাকলেও এ বিষয়টি কিভাবে মোকাবেলা করবে রাষ্ট্রসমুহ সেজন্য তাদের একটি পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন যাতে কিয়োটো ও অঙ্গীকার সময়ের মধ্যে কোন ব্যবধান তৈরি না হয়। জনাব ডি বয়ের বলেন, কিয়োটোর অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখেছি যে আলোচনার মাধ্যমে একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে দুই বছর লাগে এবং চুক্তি অনুমোদিত হতে আরো দু'বছর লাগে। তাই ২০০৭ বা অন্তত ২০০৮-এর মধ্যেই নতুন চুক্তি নিয়ে আলোচনা শুরু হওয়া উচিত।

ধর্ম বা সভ্যতাসমুহের মধ্যে সংঘাতের ধারণাকে প্রত্যাখান করে আনান বললেন তরুণ প্রজন্ম পারে অবিশ্বাসের অবসান ঘটাতে

১৩ নভেম্বর- ধর্ম বা সভ্যতাসমুহের মধ্যে সংঘাতের ধারণাকে প্রত্যাখান করে ইসলাম ও পশ্চিমের মধ্যে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়া অবিশ্বাস ও সংঘাত অবসানে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনান তরুণ প্রজন্মের জন্য আরো ভাল শিক্ষা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার এবং ইসরাইল/ফিলিস্তিন সংঘাতের সমাধানের আহ্বান জানান।

জনাব আনান বলেন, আমি বিশ্বাস করি আমাদেরকে উভয় ক্ষেত্রে একই সাথে কাজ করে যেতে হবে। একদিকে জনগণের মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বোঝাপড়া বৃদ্ধি করতে হবে এবং অন্যদিকে রাজনৈতিক সংঘাত মীমাংসা করতে হবে। তুরস্কের ইস্তাম্বুলে সভ্যতাসমুহের জোটের উচ্চ-পর্যায়ের দলের চূড়ান্ত প্রতিবেদন গ্রহণ করার সময় তিনি একথা বলেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যকার ভয় ও সন্দেহ দুরীভূত করতে স্পেন ও তুরস্কের প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের প্রস্তাব অনুসারে তিনি এ জোট গঠন করেন।

ব্যবধান কমাতে এবং শ্রদ্ধার সংস্কৃতি তৈরি করতে এ প্রতিবেদনে শিক্ষা, গণমাধ্যম, যুব সম্প্রদায় ও অভিবাসীসহ বেশ কিছু বিষয়ের ওপর প্রস্তাব আনা হয়। সংস্কৃতি ও রাজনীতির মিলনস্থলে যে সংকটগুলোর দেখা দেয় তার সমাধানে মহাসচিবকে সাহায্য করার জন্য এ প্রতিবেদনে একজন জাতিসংঘ উচ্চ প্রতিনিধি নিয়োগের আহ্বান জানান হয়। একই সাথে মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়া পুনরায় শুরু করার এবং মুসলমান দেশগুলোতে রাজনৈতিক বহুত্ববাদকে উৎসাহিত করার পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান হয়।

জনাব আনান জোর দিয়ে বলেন, ধর্মীয় পার্থক্য সমস্যার মুল কারণ নয়। কোরআন, তওরাত বা বাইবেল যে সমস্যা নয় তা পুনর্ব্যক্ত ও প্রদর্শনের মাধ্যমে আমাদের কাজ শুরু করতে হবে।

ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে, বৈষম্য দুর করতে ও সংখ্যালঘুদের অধিকার বাস্তবায়নে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমেও এ সমস্যার পুর্ণাঙ্গ সমাধান সম্ভব নয়।

তিনি বলেন, ব্যবধান কমানোর যে কোন কৌশলকে অবশ্যই শিক্ষা নির্ভর হতে হবে। এ শিক্ষা কেবল ইসলাম বা খ্রিষ্ট ধর্মের ওপর নয়,

বরং সকল ধর্ম, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ওপর হবে যাতে কোন ধরনের মিথ বা বিকৃতিকে মিথ বা বিকৃতি হিসেবেই দেখা হয়।

পাশাপাশি তিনি তরুণ জনগোষ্ঠীর জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির আহ্বান জানান যাতে ঘৃণা ও চরমপন্থার বাস্তবসম্মত বিকল্প তাদের সামনে থাকে। তিনি বলেন, তাদেরকে বিশ্ব ব্যবস্থা উন্নয়নে অংশগ্রহণের প্রকৃত সুযোগ দিতে হবে যাতে তারা এটি ধ্বংসের তাড়না আর অনুভব না করে।

একই সাথে জনাব আনান সতর্ক করে দিয়ে বলেন, এ ধরনের পদক্ষেপ খুব কমই প্রভাব ফেলবে যদি রাজনৈতিক সংঘাতের দ্বারা ভয় ও অবিশ্বাসকে উস্কে দেওয়া অব্যাহত থাকে যে সংঘাতে মুসলমানেরা অ-মুসলিম শক্তিগুলোর সামরিক অভিযানের শিকার হয়। এক্ষেত্রে তিনি বিশেষত ফিলিস্তিন / ইসরাইল সংঘাতের কথা উলে-খ্য করেন।

তিনি বলেন, যতদিন পর্যন্ত ফিলিস্তিনিরা দখলদারদের অধীনে বসবাস করবে প্রতিদিন হতাশা আর অবমাননার মুখোমুখি হবে এবং যতদিন পর্যন্ত ইসরাইলিদের দেহ, বাসে আর নাচের ঘরগুলোতে বোমার আঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হবে, ততদিন পর্যন্ত এ ঘৃণার আগুন জ্বলতেই থাকবে।

এ বছরের গোড়ার দিকে ডেনমার্কের পত্রিকায় মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) এর বিতর্কিত ছবি প্রকাশ ও এর বিরুদ্ধে সহিংস প্রতিবাদের কথা উলে-খ করে জনাব আনান এ ব্যাপারে তার মতামত পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, মত প্রকাশের স্বাধীনতা অবশ্যই সংবেদনশীলতার মাধ্যমে চর্চা করতে হবে বিশেষত যখন তা অন্যান্য জনগোষ্ঠীর নিকট পবিত্র কোন প্রতীক বা ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে হয়।

এ উচ্চ পর্যায়ের দলের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তুরস্কের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেহমেত আইদিন এবং কালচার অব পিস ফাউন্ডেশনের সভাপতি ফেডেরিকো মেয়র।

অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন প্রাক্তন ইরানি প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ খাতামি, ইন্দোনেশিয়ার প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলি আলাতাম, দক্ষিণ আফ্রিকার আর্চবিশপ ডেসমন্ড টুটু এবং ধর্মীয় ইতিহাসবিদ কারেন আর্মস্ট্রংয়ের মত আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বরা।

** ** **